গ) বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত সংবাদের তথ্যশালার সংগৃহীত ছবি

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার ১৯ ফাল্গুন ১৪২০
৩ মার্চ ২০১৪
mohilaongon@gmail.com

স ফ ল না রী

একজন নারী উদ্যোক্তা কোহিনুর কামাল

● আবুল কাসেম ভুঁইয়া

একজন সফল নারী শিল্প উদ্যোক্তা হিসেবে মেরিডিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান কোহিনুর কামাল ইতিমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। একজন গৃহবধূ থেকে শিল্প উদ্যোক্তা হওয়ার পেছনে তার নিজস্ব একাগ্রতা, নিষ্ঠা এবং কঠোর শ্রম ছিল মূল চালিকাশক্তি। তার আজকের এই সফলতার পেছনে তার স্বামী বিশিষ্ট শিল্পপতি এস.এম. কামাল পাশার বিশেষ অবদান রয়েছে বলে কোহিনুর কামাল বলেন। তার আজকের এই অবস্থানে আসা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমি যখন এইচএসসি পাস করি তখন আমার বিয়ে হয়। স্বামীর সংসারে এসে বিশাল পরিবারের দায়িত্ব নিতে হয়। ঘরের বড় বউ হিসেবে আমি শ্বশুর বাড়ির সমস্ত দায়-দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার চেষ্টা করি। আমাদের যখন বিয়ে হয় তখন আমার স্বামীর ব্যবসা সীমিত পর্যায়ে ছিল। পরবর্তীতে আমার স্বামীর ব্যবসার পরিধি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকলে আমার স্বামীর পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য একা সামাল দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। আমি তার ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সহায়তা করতাম এবং পরামর্শ দিতাম। এরই মধ্যে আমার কোলজুড়ে আসে তিন পুত্র সন্তান- ডিউক, অনিক এবং আকিব। তারপর ধীরে ধীরে আমি আমার স্বামীর ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলি। ঘর-সংসার, স্বামী-সন্তানকে সময় দিয়ে আমি আমার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকি। এসবের মাঝেই আমার বাবার উপদেশ অনুযায়ী বিএ এবং মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করি। আমাদের গ্রুপের প্রথম পর্যায়ে চট্টগ্রামে অবস্থিত চায়নিজ হোটেল 'মেরিডিয়ান হোটেল' ছিল। তারপর মেরিডিয়ান চিপস ফ্যাক্টরি চালু করি। এরই পাশাপাশি বান্দরবান লামায় গড়ে তুলি বিশাল বাগান। যা নাকি মেরিডিয়ান এগ্রো নামে পরিচিত। প্রায় এক হাজার একর জায়গার উপর গড়ে উঠা বাগানে বিভিন্ন জাতের গাছ রয়েছে। বিশেষ করে রাবার এবং আম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করছি। বান্দরবানে গহীন পাহাড়ে উন্নত জাতের আম্রপালী আমের চাষ করে পাহাড়ী এলাকায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছি। এদেশে আমরাই সর্বপ্রথম আম্রপালী আমের চাষ করি। এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক ভিত্তিতে আম্রপালী আমের চাষ হচ্ছে। আমাদের বাগানে উৎপাদিত রাবার দেশের রাবারের চাহিদা কিছুটা মেটাতে সক্ষম হচ্ছে। মেরিডিয়ান এগ্রোর পাশাপাশি মিরেরশ্বরাই এলাকায় মুহুরী প্রজেক্টে গড়ে তুলেছি বিশাল মাছের খামার। যা নাকি কে.কে. ফিসারিজ নামে পরিচিত। আমাদের মৎস্য খামারে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ উৎপন্ন হয়। তাছাড়া আমাদের মৎস্য খামারের হ্যাচারি গড়ে তুলেছি। মৎস্য হ্যাচারিতে উৎপাদিত মাছের পোনা সারা দেশে সরবরাহ করছি। কে. কে. ফিসারিজ এন্ড হ্যাচারি গুণগত মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদনের জন্য ২০১১ সালে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করে।

বৃহস্পতিবার
২৬ জানুয়ারি ২০১৭, ১৩ মাঘ ১৪২৩, ২৭ রবিউস সানি ১৪৩৮
প্রথম আলো
paloctg@prothom-alo.info
আমার চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামের পাঠকদের জন্য ক্রোড়পত্র হিসেবে প্রকাশিত

সামিনার
এগিয়ে চলা
পৃষ্ঠা-৪

চিটাগাং মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ক্যাটালিস্টের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালায় অতিথিদের সঙ্গে দুই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা

নিরাপদ মাছ ও ফল উৎপাদনে খামারিদের সচেতন হতে হবে

আমার চট্টগ্রাম প্রতিবেদক

নিরাপদ মাছ ও ফল উৎপাদনে খামারিদের সচেতন হতে হবে। চাষাবাদ করতে হবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে। মাছের জন্য নিরাপদ খাদ্য ও ওষুধ ব্যবহার সম্পর্কে জানা জরুরি। একইভাবে ফল উৎপাদনে কীটনাশক ব্যবহারে সতর্ক হতে হবে।

২৩ জানুয়ারি চিটাগাং মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ক্যাটালিস্টের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালায় বক্তারা এসব কথা বলেন। জিইসি মোড়ের মেরিডিয়ান হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে 'মানসম্মত ও নিরাপদ মাছ এবং আম উৎপাদন ও বিক্রি' শীর্ষক এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মৎস্য বিভাগের প্রকল্প পরিচালক চক্রবর্তী বিনয় কুমার। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপপরিচালক মো. আমিনুল হক চৌধুরী। বক্তব্য দেন বিসিএসআইআরের পরিচালক মাহমুদা খাতুন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মো. মোসলেম উদ্দিন, ফিনল্যান্ডের হেলসিনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ফেলো মুজিবুল হক মজুমদার প্রমুখ।

মেরিডিয়ান গ্রুপের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপক মো. রাজিব হায়দারের পরিচালনায় কর্মশালায় ক্যাটালিস্ট ও মেরিডিয়ানের কর্মকাণ্ডবিষয়ক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ক্যাটালিস্টের কর্মকর্তা নাহিন ফেরদৌস। চিটাগাং মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের উৎপাদিত মৎস্য ও কৃষিজাত পণ্যের ভিডিও চিত্র প্রদর্শন এবং মান সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন হাসানুজ্জামান ও মো. কলিম উদ্দিন। সমাপনী বক্তব্যে মেরিডিয়ান গ্রুপের চেয়ারপারসন কোহিনুর কামাল ভবিষ্যতে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে ভোক্তাদের সেবা দেওয়ার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। কর্মশালায় বিভিন্ন গ্রুপ অব কোম্পানি, হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও সুপার শপের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

প্রথম আলো চট্টগ্রাম, ২৮ জুলাই ২০১৩, ১৩ শ্রাবণ ১৪২০ রোববার চট্টগ্রামের পাঠকদের জন্য ক্রোড়পত্র হি সে বে

মাছ-পোনায় বাজিমাত!

আশরাফ উল্লাহ, মিরসরাই থেকে ফিরে

পুকুরের পর পুকুর। কোনোটিতে রঙিন মশারির চার কোনার বিশেষ কামরা! একটি দুটি নয়, অসংখ্য। মাছের পোনার পরিচর্যায় বিশেষ ব্যবস্থা। তবে কারও ঘরে কেউ ঢোকার সুযোগ নেই। যার যার ঘর আলাদা। পাশের পুকুরে বসবাস মৎস্য দম্পতির (ব্রুড)। শ্রমিকদের ব্যস্ততারও শেষ নেই। কেউ ছুটছেন খাদ্য নিয়ে। কেউ ব্যস্ত ডিম সংগ্রহে। মাছ-পোনার এই একান্নবর্তী পরিবার মিরসরাই-সোনাগাজী সীমান্তে মুহুরী প্রজেক্ট এলাকায়। নাম কে কে ফিশারিজ অ্যান্ড হ্যাচারি।

মুহুরী প্রজেক্টে কে কে ফিশারিজের মাছের খামার

হ্যাচারিটি বৈজ্ঞানিক উপায়ে গুণগত মান রক্ষা করে পোনা উৎপাদনে ২০১১ সালে পেয়েছে জাতীয় মৎস্য পুরস্কারের রৌপ্যপদক। শুধু পোনা উৎপাদন নয়, পাশাপাশি আছে মাছ চাষও। এতেও মিলেছে স্বীকৃতি—২০০৫ সালে জেলা পর্যায়ে সেরা মৎস্যচাষির পুরস্কার। ঘাম ঝরানো এ কাজটির মূল উদ্যোক্তা মেরিডিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান কোহিনূর কামাল।

ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প : সময়টা ১৯৯৮ সাল। মেরিডিয়ান গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এম কামাল পাশা মিরসরাই মুহুরী প্রজেক্ট এলাকায় ২০ একর জায়গায় গড়ে তোলেন গরু ও মাছের খামার। কিন্তু শুরু থেকেই কোনোভাবে লোকসান কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না। এভাবে কাটল ২০০২ সাল পর্যন্ত। একসময় সিদ্ধান্ত নিলেন গুটিয়ে ফেলবেন ব্যবসা। তখন পাশে দাঁড়ালেন কোহিনূর কামাল। স্বামীকে বুঝিয়ে আরেকবার চেষ্টা করার সমর্থন আদায় করেন। সেই চেষ্টা এনে দিল সফলতা। লোকসানি প্রতিষ্ঠান ঘুরে দাঁড়াল। কয়েক বছরের মধ্যে বাড়তে থাকল লাভ। বাড়ল খামারের পরিধি। ২০০৯ সালে করলেন হ্যাচারি। এখন ৮০ একরের এই খামারে পুকুর আছে ৭০টি। বছরে মাছ বিক্রি হচ্ছে তিন কোটি টাকার। এ ছাড়া পোনাও বিক্রি হচ্ছে প্রায় তিন কোটি টাকার। মাছ-পোনায় বছরে ছয় কোটি টাকার লেনদেন।

কোহিনূর কামাল বলেন, 'মাছ চাষ কম ঝুঁকির সফল ব্যবসা। খামারিরা সঠিকভাবে লেগে থাকলে লাভ আসবেই। আর সফলতার জন্য বেশি প্রয়োজন একাগ্রতা ও মান নিয়ন্ত্রেণে জোর দেওয়া।'

খামারে একদিন : সম্প্রতি খামারে গিয়ে দেখা গেল, ঢোকার মুখের প্রধান ফটকের পাশের পুকুরে কাজ করছেন জনা দশেক শ্রমিক। তাঁরা ব্যস্ত পোনা পরিচর্যায়। পাকা দেয়াল আর টিনের চালার বাংলোর আদলে হ্যাচারির কার্যালয়। পাশের ইনকিউবেটর কক্ষে চলছে পুকুর থেকে সংগ্রহ করা ডিমের রেণু করার প্রাথমিক কাজ। দম ফেলার ফুরসত নেই শ্রমিক-কর্মচারীদের। প্রতিটি ধাপ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে তদারক করছেন হ্যাচারির ব্যবসা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি ব্যবস্থাপক হাসান উজ জামান এবং জ্যেষ্ঠ নির্বাহী মোহাম্মদ শোয়েব।

হাসান উজ জামান বলেন, 'বৈজ্ঞানিক উপায়ে গুণগত মান ঠিক রেখে পোনা উৎপাদনে মুহুরী প্রজেক্টের খামারিদের মধ্যে আমরাই জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার অর্জন করেছি। বিশেষজ্ঞ ও মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বেশ কয়েকবার খামার পরিদর্শন করে মান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।'

তিনি জানান, খামারে পোনা উৎপাদিত হয় পাঙাশ, তেলাপিয়া, কার্প-জাতীয় রুই, কাতলা, কালবাউস, মৃগেল। মাছের চাষও হয় এসব প্রজাতির। খামারের কারিগরি সহায়তা নেওয়া হয় মৎস্য অধিদপ্তর ও থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে।

প্রান্তিক চাষিদের পাশে : পোনা-মাছ উৎপাদনের পাশাপাশি প্রান্তিক পোনা বিক্রেতা ও চাষিদের বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ২০০৯ সাল থেকে। এতে সহায়তা করছে জেলা মৎস্য অধিদপ্তর ও কয়েকটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। এ পর্যন্ত ৯০ জন চাষিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোনো চাষি পরামর্শ চাইলে তাঁদেরও সাহায্য করা হয়।

সোনাগাজী উপজেলার মৎস্য কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) দেওয়ান মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন, 'এই খামারটি সবার জন্য অনুকরণীয়। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তারা মাছ চাষ ও পোনা উৎপাদন করে সফল। আমরা চাই, তাদের দেখাদেখি অন্যরাও এগিয়ে আসুক।'

হ্যাচারিতে পোনা পরিচর্যা করছেন শ্রমিকেরা ● প্রথম আলো

নিরাপদ মাছ ও আম উৎপাদন শীর্ষক মেরিডিয়ানের কর্মশালা

চিটাগাং মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্টিজ লিমিটেড এবং ক্যাটালিস্টের যৌথ উদ্যোগে ২৩ জানুয়ারি জি ই সি মোড়স্থ মেরিডিয়ান হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে মানসম্মত ও নিরাপদ মাছ এবং আম উৎপাদন ও বিক্রয় শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মৎস্য বিভাগের প্রজেক্ট ডিরেক্টর এবং গবেষক ড. চক্রবর্তী বিনয় কুমার এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ মো. আমিনুল হক চৌধুরী। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিসিএসআইআরের ডিরেক্টর ইনচার্জ মাহমুদা খাতুন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. মোসলেম উদ্দিন মুন্না, হেলসিনকি বিশ্ববিদ্যালয়, ফিনল্যান্ডের পিএইচডি ফেলো মুজিবুল হক মজুমদার এবং বিভিন্ন গ্রুপ অব কোম্পানি, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, মেডিকেল, সুপারশপের প্রতিনিধিরা। বিজ্ঞপ্তি

বৃহস্পতিবার
২৬ জানুয়ারি ২০১৭, ১৩ মাঘ ১৪২৩, ২৭ রবিউস সানি ১৪৩৮
প্রথম আলো
✉ paloctg@prothom-alo.info

আমার চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের পাঠকদের জন্য ক্রোড়পত্র হিসেবে প্রকাশিত

সামিনার
এগিয়ে চলা
পৃষ্ঠা-৪

চিটাগাং মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ক্যাটালিস্টের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালায় অতিথিদের সঙ্গে দুই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা

নিরাপদ মাছ ও ফল উৎপাদনে খামারিদের সচেতন হতে হবে

আমার চট্টগ্রাম প্রতিবেদক

নিরাপদ মাছ ও ফল উৎপাদনে খামারিদের সচেতন হতে হবে। চাষাবাদ করতে হবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে। মাছের জন্য নিরাপদ খাদ্য ও ওষুধ ব্যবহার সম্পর্কে জানা জরুরি। একইভাবে ফল উৎপাদনে কীটনাশক ব্যবহারে সতর্ক হতে হবে।

২৩ জানুয়ারি চিটাগাং মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ক্যাটালিস্টের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালায় বক্তারা এসব কথা বলেন। জিইসি মোড়ের মেরিডিয়ান হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে 'মানসম্মত ও নিরাপদ মাছ এবং আম উৎপাদন ও বিক্রি' শীর্ষক এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মৎস্য বিভাগের প্রকল্প পরিচালক চক্রবর্তী বিনয় কুমার। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপপরিচালক মো. আমিনুল হক চৌধুরী। বক্তব্য দেন বিসিএসআইআরের পরিচালক মাহমুদা খাতুন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মো. মোসলেম উদ্দিন, ফিনল্যান্ডের হেলসিনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ফেলো মুজিবুল হক মজুমদার প্রমুখ।

মেরিডিয়ান গ্রুপের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপক মো. রাজিব হায়দারের পরিচালনায় কর্মশালায় ক্যাটালিস্ট ও মেরিডিয়ানের কর্মকাণ্ডবিষয়ক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ক্যাটালিস্টের কর্মকর্তা নাহিন ফেরদৌস। চিটাগাং মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের উৎপাদিত মৎস্য ও কৃষিজাত পণ্যের ভিডিও চিত্র প্রদর্শন এবং মান সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন হাসানুজ্জামান ও মো. কলিম উদ্দিন। সমাপনী বক্তব্যে মেরিডিয়ান গ্রুপের চেয়ারপারসন কোহিনুর কামাল ভবিষ্যতে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে ভোক্তাদের সেবা দেওয়ার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। কর্মশালায় বিভিন্ন গ্রুপ অব কোম্পানি, হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও সুপার শপের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

দৈনিক আজাদী
প্রতিষ্ঠাতাঃ আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল খালেক
রেজিঃ নং-চ-৫৪ ◆ ৪৭ তম বর্ষ ২৬৪ সংখ্যা ◆ ১০ জুন রোববার ২০০৭ খৃঃ ◆ ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪ সাল ◆ ২৩ জমাদিউল আউয়াল ১৪২৮ হিজরী ◆ ১২ পৃষ্ঠা মূল্য ৬.০০ টাকা

শ্রেষ্ঠ মাছ চাষীর পুরস্কার কাজের উৎসাহ বাড়িয়েছে

সুমিমা ইয়াসমিন

উদ্যোগ

ব্যবসায়ী হবার কোনো স্বপ্ন কোহিনূর কামালের ছিল না। সময়ের চাহিদায় তিনি ব্যবসায় এসেছেন। এই কাজে সুখ্যাতিও মিলেছে তাঁর। মেরিডিয়ান ফুড লিমিটেডের চেয়ারম্যান কোহিনূর কামাল বিভিন্ন ধরনের

কোহিনূর কামাল
মেরিডিয়ান ফুডস লিমিটেড

ব্যবসায় সফল হয়েছেন। রেস্তোরাঁ, থেকে শুরু করে ফিশারীজ, ডেইরি, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ব্যবসার হাল ধরেছেন তিনি। ২০০৫ সালে পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ মাছ চাষীর পুরস্কার। শুরুতে স্বামীর ব্যবসা দেখাশোনা করতে করতেই ব্যবসায়িক জ্ঞান পোক্ত করেছেন। মেরিডিয়ান ফুডস লিমিটেডের চেয়ার ম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন দীর্ঘদিন। পরে নিজেই আলাদা ব্যবসা গড়ে তুললেন। তার স্বামী শিল্পপতি এসএম কামাল পাশা এ ব্যাপারে উৎসাহ যুগিয়েছেন। শুরুতে ৭/৮ টি গরু নিয়ে ছোটখাট একটি ডেইরি খামার গড়ে তোলেন। মুহুরী প্রজেক্ট এলাকায় তাঁর স্বামীর একটি প্রতিষ্ঠান ছিল কে কে ফিশারীজ এন্ড ডেইরি নামে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি ক্ষতির মুখে পড়ে যাওয়ায়, সেটি বিক্রি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁর স্বামী। তখন কোহিনূর স্বামীর কাছ থেকে সেটি নিয়ে নতুন করে কাজ শুরু করে ক্ষতির মুখ থেকে ফিরিয়ে আনলেন প্রতিষ্ঠানটিকে। এসব ২০০০ সালের কথা।

তিনি সপ্তাহে দু'বার সেখানে গিয়ে কাজের তদারকি করতেন। প্রথম দুই বছর নয় লাভ, নয় ক্ষতি এভাবে চলছিল। দুই বছর পরে প্রতিষ্ঠানটি লাভের মুখ দেখতে শুরু করে। প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তুললেন। নিজেও ফিশারি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিলেন বিভাগীয় মৎস্য অফিস থেকে। শ্রেষ্ঠ মাছ চাষীর পুরস্কার তাঁর উৎসাহকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। কর্মচারীদের দক্ষ করে গড়ে তোলায়, এখন অনেক কাজ তারা সামলে নিতে পারে। কোহিনূর মনে করেন ব্যবসায় ক্ষতি হলে থেমে যাওয়া ঠিক নয়। যেখানে ক্ষতি, ঠিক সেখান থেকেই আবার লাভ হতে শুরু করে যদি দক্ষ ব্যবস্থাপনা থাকে। প্রথম সাফল্যের পর মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের কাজে হাত দেন কোহিনূর। বান্দরবানের এক দুর্গম এলাকায় ৮০০ একর পাহাড় লীজ নিয়ে গড়ে তোলেন বিশাল বাগান। বর্তমানে চার লক্ষ গাছ আছে ওখানে। এর মধ্যে দেড়শ একর জায়গায় রাবার বাগান, একশ একরে আম, আশি একরে কাঁঠাল, জলপাই, কাজু বাদামের গাছ এবং বাকী জায়গায় বনজ গাছ। এই প্রতিষ্ঠানও এখন একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান। কোহিনূর কামাল নিজেই তদারক করেন প্রতিষ্ঠানের সব কর্মকাণ্ড। এখানে একশ জন নিয়মিত কর্মচারী ছাড়াও দুইশ জন দিন মজুর কাজ করে। এক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে যে সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দেয়, তা হলো এ খাতে প্রয়োজনীয় মূলধন সংকট। সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থ ব্যয়ে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হয়েছে। সরকারি বা বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের সাহায্য এই খাতে পাওয়া যায় না। কারণ কৃষি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করাটা কেউ লাভজনক মনে করে না। অথচ যথাযথভাবে কাজ করতে পারলে কৃষিখাতকে লাভজনক করা যায়। এই খাতটি আমাদের দেশে পুরোপুরি অবহেলিত। সরকারি বা বেসরকারি কোনো পৃষ্ঠপোষকতা না থাকায় এই কৃষিখাতে প্রত্যাশিত লাভের দেখা মিলছে না। কোহিনূর কামাল মনে করেন, দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে হলে এখনই কৃষিখাতে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। সরকারিভাবে এ ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ নেয়া জরুরি। কৃষি ব্যবসায় আরেকটি সমস্যা খুব প্রকট। সেটি হল দক্ষ শ্রমিকের অভাব। যারা কাজ করছে, তাদের অধিকাংশই প্রশিক্ষিত নয়। অথচ এ ক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমিক গড়ে তুলতে পারলে, অনেক বেশি লাভবান হওয়া সম্ভব। যে কোনো কাজে প্রশিক্ষণ যে কত জরুরি, সেটা কাজে না নামলে বোঝা যায় না। আমাদের দেশে দক্ষ কৃষি শ্রমিক গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো আজ সময়ের দাবি।

এইচএসসি পাশ করার পর ১৯৮১ সালে কোহিনূর কামালের বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পর পড়ালেখা করার কোনো সুযোগ পাওয়া গেল না। বিশাল যৌথ পরিবারের বড় বউয়ের অনেক দায়িত্ব। দিন রাত সংসার ধর্মের কাজ করে কেটে যায়। পড়ালেখা করার ফুরসত নেই এতটুকু। অথচ ছোটবেলায় স্বপ্ন দেখতেন বড় হয়ে কলেজে অধ্যাপনা করবেন। সেই স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল, বাস্তবের দেখা পেল না। কিন্তু বাবা চাইতেন মেয়ে মাস্টার্স করুক। এর মধ্যে তিন ছেলের জন্ম হবার পর, মাতৃত্বের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেলে, ইচ্ছা থাকলেও সময় হচ্ছে না। তবু হাল ছাড়েন নি। বিয়ের ১২ বছর পর আবার পড়ালেখা শুরু করেন। তখনও পেশাগত জীবন নিয়ে তেমন কিছু ভাবেন নি। মূলত স্বামীর ইচ্ছায় তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দেখাশুনা শুরু করেন। দেখা গেল কোহিনূর বেশ ভালোই ব্যবসায়িক বিভিন্ন দিক সামলাচ্ছেন। এখনও নিজের প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার পাশাপাশি স্বামীর প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তিন ছেলে দেশের বাইরে পড়ালেখা করছে। ছেলেরা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এখন এই স্বপ্নটা দেখেন তিনি। এছাড়া একান্ত নিজস্ব একটা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে তাঁর। নিজের উপার্জিত অর্থ দিয়ে একটি বৃদ্ধাশ্রম এবং একটি কারিগরি শিক্ষামুখী এতিমখানা গড়বেন। এই লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে যেখানে বৃদ্ধাশ্রম বা এতিম দেখেন, সেখানে একবার ঘুরে দেখেন। কোহিনূর কামাল চিটাগাং ওম্যান চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইন্ডাস্ট্রিজ'র ডিরেক্টর এবং লায়ন্স ও সিডিসি'র সাথে জড়িত। কোহিনূর কামাল মনে করেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে মেয়েরা অগ্রাধিকার তখনই পাবেন, যখন সে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হবে। শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত সব মেয়েদেরই উপার্জন করা উচিত। জীবনটাকে অন্যের বোঝা বানিয়ে না রেখে নারী-পুরুষ সবাই কর্মমুখী হলে দেশের অর্থনীতির করুণ দশা থাকবে না।